স্ক্রীন এডিকশন বিপন্ন প্রজন্ম

আজকাল শীশুদের দিন রাতের অধিকাংশ সময়কাটে ল্যাপটপ, স্মার্টফোন, ট্যাব বা অন্যান্য ইন্টারনেট কানেকটেড আধুনিক ডিভাইসের সাথে। বর্তমান সময়কে বলা হচ্ছে ডিজিটাল সামাজিক সংকটের যুগ। এই সমস্ত ডিভাইসের কারণেই সমাজে শীশুদের নিরাপত্তার বিষয়টিও ক্রমেই ঝুকিপূর্ণ আকার ধারণ করছে। একক পরিবার, চাকুরীজিবী বাবা -মায়ের সময়ের অভাব ছাড়াও স্কুল সময়ের বাইরে সন্তানদের একাকিত্ব ঘোচানোর জন্য অভিভাবকরা অনেকটা নিরুপায় হয়েই সন্তানের হাতে স্মার্ট ডিভাইসগুলো তুলে দেন। অনেক বাবা মা বা কাজের বুয়া ছোট সময় থেকেই বা ”চাদের জিদ থেকে দুরে সরানোর জন্য পশুপাখি, কার্টুন ইত্যাদি দেখিয়ে খাওয়ানো বা ঘুমাতে অভ্য -’ করেন। এখান থেকেই শুরুহয় আসক্তি। এর পরথেকেই শীশুদের যাপিত জীবনের দৃশ্যপট দ্রুতই বদলাতে থাকে। স্কুলের অবসরে, বাবা মার সাথে বেড়ানো বা ঘোরার সময়, যানবাহনে বসেও আজকাল চোখে পড়ে দুনিয়া ভুলে শীশুরা আপনমনে স্মার্টফোনে চোখ রেখে বসে আছে। এখন বা ”চাদের প্রধান অনুসঙ্গ বা সাথী হয়ে গিয়েছে আপনজন নই, তার হাতের স্মার্টফোনটা।

একটু বড় হলে এরা গেম খেলে, টিক টক সহ অনেক অনাকাঙ্খীত সাইটে ঘোরাফেরা শুরু করে। আস্তে আস্তে তারা ডুবেযায় অবাস্তব জগতের অতল গহীনে, এখান থেকে তাদের আর বাস্তব জগতে ফেরানো সম্ভব হয় না। ভার্চুয়াল জগতের মোহে এরা হয়ে ওঠে ভিনজগত -সভ্যতার কোন অজানা মানুষ। হারিয়ে ফেলে মানুষ্য সমাজের স্বভাবিক রীতিনিতী, আচার -আচরণ বা মানবিকতাবোধ। এরা অনেকটাই মূল্যবোধহীন, দায়বদ্ধহীন যন্ত্র মানবে পরিনত হয়। একাকী থাকা, কারো সাথে না মেশা। কোন সামাজকি বা পারিবারিক অনুষ্ঠানে যোগ না দেওয়া, মানুষকে এড়িয়ে চলা এদের নিয়মিত অভ্যাসে পরিনত হয়। শুধু তাই নয়, বয়সের সাথে সাথে এরা মাঠেগিয়ে লাইভ অনুষ্ঠান বা খেল -ধুলাা দেখে না, ঘরেবসে স্ক্রীনে দেখতে ভালবাসে। ঠিকমত ঘুম, খাওয়া দাওয়া না করা, অগোছালো থাকা এদের জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ঠ হয়ে উঠে। অল্পেতে এদের মেজাজ খিটখিটে হয়ে থাকে, সামান্য কারণে অতিরিক্ত প্রতিক্রীয়া দেখানো বা কখনো আপন পর নাদেখে গায়ে হাত তোলার মত অপকর্ম করতেও এরা দ্বিধা করে না।

এ ধরণের জেনারেশন নিয়ে আজকাল অভিভাবকরা যেমন দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত তেমনি সমাজও বিব্রত বটে। উদ্বেগের বিষয় হল এমন আসক্তির ফলে বেড়ে ওঠা প্রজন্মদিয়ে একটি ভবিষ্যত রাষ্ট্রীয় কাঠামো ঠিক রাখোর জন্য